খসড়া

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ... ১৪২৪ বাং ..... ২০১৭ খ্রিঃ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা "প্রতিযোগিতা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৭" নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(১) **"আইন"** অর্থ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নম্বর আইন);

(২) **"কমিশন"** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

(৩) **"কর্মকর্তা"** অর্থ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা ;

(৪) **"চেয়ারপার্সন"** অর্থ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন ;

(৫) "চার্জ" অর্থ আইনের আওতায় কোন কার্যের জন্য ধার্য্যকৃত চার্জ ;

(৬) "র্ফি" অর্থ আইনের আওতায় কোন কার্যের জন্য ধার্য্যকৃত অর্থ ;

(৭) **"তফসিল ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে ;

(৮) **"তহবিল"** অর্থ প্রতিযোগিতা তহবিল ;

(৯) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোন ধারা ;

(১০) **"সচিব"** অর্থ প্রতিযোগিতা কমিশনের সচিব ; এবং

(১১) **"সদস্য"** অর্থ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য।

৩। তহবিলের আয়ের উৎস্য ঃ ধারা ৩১ (২) এর বিধান অনুসারে তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে যথা ঃ-

(ক) সরকার কর্তক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান ;

(খ) এই আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ, ইত্যাদি।

(গ) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সুদ/লাভ/মুনাফা;

(ঘ) আইন লঙ্ঘনের কারণে দণ্ডিত প্রতিষ্ঠান হতে জরিমানা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ ; এবং

(ঙ) প্রচলিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী নহে এমন দেশী-বিদেশী অন্য কোন উৎস্য হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **প্রতিযোগিতা তহবিল এর ব্যয় এবং পরিচালনা**।-(১) ধারা ৩১ এর বিধান অনুসারে প্রতিযোগিতা তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে, উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে ধারা ৮ এ উল্লিখিত কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা হইবে, যথা ঃ–

(ক) আইন বাস্তবায়নের সুফল এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রমের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসি (Advocacy) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিভি ফিলার, টিভি/বেতার ট্রেইলার, নিউজলেটার এর মাধ্যমে প্রচার এবং সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক-শো, ইত্যাদি আয়োজনসহ পোস্টার, লিফলেট, প্যাম্পলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিতরণ কাজের ব্যয় নির্বাহ ;

(খ) বাজার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় ;

(গ) প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সরেজমিনে তদারকি, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় ;

(ঘ) কমিশনের পক্ষে মামলা দায়ের এবং কমিশনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ;

(ঙ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণ, সফর, সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় অংশগ্রহণজনিত ব্যয় ; এবং

(চ) কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোন ব্যয়।

(২) তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন বা চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন এবং উহার সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) কমিশন, কমিশনের নামে এক বা একাধিক তফসিলী ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করতে পারবে।

৫। কমিশন এর তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরী।–(১) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খাতে কমিশনের সচিব প্রতিযোগিতা তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরীর আদেশ জারি করিতে পারিবেন এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থ একাউন্ট পেইয়ী চেক বা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। তবে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগকৃতদের পারিশ্রমিক নগদ অর্থে প্রদান করা যাবে।

(২) কমিশন দৈনন্দিন জরুরী কাজ নিষ্পত্তিকল্পে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্কের টাকা নগদ (Impressed money) রাখতে পারবেন।

(৩) কমিশন হইতে অর্থ মঞ্জুরী গ্রহণকারী সরকারি/বেসরকারি/আধা সরকারি সংস্থা মঞ্জুরীকৃত অর্থের ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং কমিশনকে অবহিত করবেন।

৬। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী শ্রেণীবিন্যাস**।–(১) কমিশন কর্তৃক সকল আয় ও ব্যয় পৃথক হিসাবের খাতে বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭। বাজেট।– ধারা ৩৩ এর বিধান সাপেক্ষে কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরের সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ্য থাকিবে।

৮। **বাজেট বিবরণী**।– কমিশন উহার বাজেটের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত বিবরণীসমূহ সংযুক্ত করিবে, যথাঃ–

(ক) নিয়মিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নাম ও পদের তালিকা, তাঁহাদের বেতন ও বেতনক্রম এবং বেতন-ভাতা বাবদ বার্ষিক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত বাৎসরিক অনুদান অর্থ এবং উহার সম্ভাব্য ব্যয় ও অর্থ বৎসর শেষের উদ্বৃত্তের বিবরণী ;

(গ) কোন অর্থ বৎসরের বাজেটের নতুন খাতে বা উপ খাতে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হইলে উহার যৌক্তিকতাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ;

(ঘ) চলতি অর্থ বৎসর এবং পরবর্তী ৩ (তিন) অর্থ বৎসরে কোন ব্যয়ের খাতে ব্যয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে উহার কারণ সম্বলিত ব্যাখ্যা ;

(ঙ) সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা।

৯। **বাজেট অনুমোদনের জন্য বিশেষ সভা।**—অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী ৩০ জুন তারিখের মধ্যে কমিশনের বাজেট উহার একটি বিশেষ সভা কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদনপূর্বক তাহার অনুলিপি সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১০। ঋণ গ্রহণ ঃ কমিশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে না পারিলে যে কোন তফসিল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন সুবিধাজনক শর্তে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারবে। পরবর্তিতে সরকারি বরাদ্দ কিংবা কমিশনে প্রাপ্ত তহবিল হতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা যাইবে।

১১। **হিসাব রক্ষণ।- (১) কমিশন সরকারের নিকট হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত এবং ব্যয়িত অর্থের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবে যাতে কমিশনের আর্থিক পরিস্থিতির যথাযথ প্রতিফলন থাকিবে।**

(২) সচিব অর্থ ব্যয়ের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব প্রণয়ন করিবেন এবং এসব হিসাব বিবরণী কমিশনের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

১২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- কমিশন ধারা ৩৪ অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩। সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রত্যার্পণ।- অর্থ বছরের শেষে কমিশন সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত অংশ সংযুক্ত তহবিলে বিধি মোতাবেক প্রত্যার্পণ করিবেন।

(মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন